রং বদল
সিদ্ধার্থ সিংহ

পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে।
যাকে কামড়াচ্ছে সে টের পেল কি পেল না
আপনি ছুটে গিয়ে তড়পাতে শুরু করলেন।

ধুয়ো বেরুচ্ছে মনে হয়!
সে ধুয়ো মশা তাড়াবার, না উনুনের
না দেখেই আপনি বুক চাপড়াতে বসে পড়লেন–
ক্ষতিপূরণ চাই।

লোকটা বাবুর ঘরে।
উনি ছুটি চাইতে গেছেন, নাকি কোণের ওই ফাঁকা জায়গাটায়
ডালিম গাছ লাগাতে চাইছেন
না বুঝেই, ইয়াব্বড় একটা তালা নিয়ে আপনি ফ্যাক্টারি গেটে
হাজির।

বিকট শব্দ।
সে শব্দ গাড়ির টায়ার ফাটার, নাকি পাড়ার টুর্নামেন্ট জেতা
ক্লাবের উল্লাস
পাড়ায় পাড়ায় কাঁটাতারের বেড়া লাগানো হোক।

আপনি পারেন।
খুব সুন্দর অভিনয় করতে পারেন,
পারেন বলেই আমরা মুগ্ধ হয়ে আপনার দিকে
আপনি লাল হয়ে যান
সবুজ হয়ে যান
গেরুয়া হয়ে যান
আপনি সত্যিই পারেন।

ইচ্ছেমতো
শ্রীজাত

মেঘ করেছে, বেশ করেছে।
বৃষ্টি ধুয়ে দিক
মিনিবাসের চাকার তলায়
থ্যাতলানো লিরিক

রেলিং ভেঙে উপছে আসুক
খুবলে আসুক জল,
ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা মারে
আড্ডা দিবি চল!

আড্ডা কোথায় একলা হাঁটে
পকেট ভরা হাত
কুড়িয়ে রাখা কাগজ দিয়ে
বানানো সম্রাট

মেঘ করেছে বেশ করেছে।
বৃষ্টি হয়ে যাক
সন্ধে হলে উড়িয়ে দেব
ক্লান্ত ভেজা কাক

কোথায় যাবে, ফিরবে কিনা
খোঁজ নেবে না আর
অনেকগুলো বর্ষা ভেঙে
এই বুঝেছি সার

সহজ ছিল রাস্তা, তবু
কঠিন হল ঠাঁই
ইচ্ছেমতো পদ্য লিখি
উল্টোডাঙায় যাই।

কালাচাঁদ
রাজীব দত্ত

এইখানে সব কালো। ফল কালো, ফুল কালো।
একটা নদী আছে তার জলও কালো।
ছেলেরা ওকে কালো নদী বলেই ডাকে।
কালো নদীর চলে যে ঘাস তারও রঙ কালো।
যে গ্রাম তাদেরও নাম কালো গ্রাম।
কালো গ্রামের কালো-নদীর তটভূমি।
কালো বাতাস, কালো মেঘ,
একটা কালো ছেলে, হাতে কালো বাঁশি, একটা কালো
মোষের পিঠে চেপে
চলে যাচ্ছে কালো পাহাড়ের দিকে
ওই বুঝি কালাচাঁদ?
কালো নদী, কালো ঘাস, কালো গ্রাম পেরিয়ে
পেরিয়ে ছুটছি।
কালাচাঁদ কালাচাঁদ...
সারাটা দুপুর ছুটছি ওর পিছু পিছু

দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়

নীলাচল ১

সমুদ্রের পাশে দাঁড়ালে নিজেকে আশ্চর্য অচেনা মনে হয়
পার্শ্ববর্তী শ্মশানের চিতা কেঁপে ওঠে দুঃসাহসে আর
এক লক্ষ নারীর মতো ঢেউ

আছড়ে পড়ে পায়ের ওপর...
দীন দরিদ্র মলিনেরাও নিজেদের সম্রাট ভেবে ফ্যালে
চারদিকে কবিতা ছড়ানো; ঝিনুকের মতো, বালির মতো,
মহীয়সী বৃক্ষের মত অতলান্ত কবিতার বেশ
যার এক কণা পেলে আমি সহসা অসীম হতে পারি...

সমুদ্রের পাশে দাঁড়ালে নিজেকে নির্লিপ্ত উদার মনে হয়
মৃত্যু নেই, লোভ নেই, রক্ত নেই, কিছু নেই
কিংবা এসব যেন কোনদিনই ছিল না সংসারে

সমস্ত বিষাদ যেন অতর্কিতে ডুবে গেছে যতদূর চোখ যেতে পারে...।

নীলাচল ২

কত কথা কথকতা ক্লিশে কত কবিতার কলি
সমস্ত পেরিয়ে আমি লিখেছি আবার পদাবলী

ধুলোটে কাগজ জানে কত ধুলা আমাদের ঘ্রাণে
সুর হয়ে ফিরে আসে কবেকার ভুলে যাওয়া গান

বিষণ্ণ বেহায়া চোখ শুষে নেয় হৃদয়ের রাগ
অমন মৃদঙ্গ দেখে সুরগুলো নেহাত সোহাগ

স্ট্রিং ছিঁড়ে হাতে এলো, তাল কেটে গিয়েছিল কার?
ভেবেছি গিটার হয়ে মরে যাব আঙুলে তোমার

শ্রীমতী, আমার ঠোঁটে চুম্বনে পুড়ে যায় যদি
ছাইটুকু নেবে তোর ইচ্ছল পাহাড়িয়া নদী?

উপোস

প্রিয়মকুমার সাহু

মন চাইলে বনে যাই
বন চাইলে বৃষ্টি
মেঘ ছুঁয়েছে চোখের পাতা
উদাস আকাশ দৃষ্টি।

দৃষ্টি তুমি ছলাৎ ছলাৎ
উজান সুখের টানে
অষ্টাদশীর জোয়ান মরদ
কাঁকড়া খোঁজে বনে।

কাঁকড়া তো নেই কাঁকড়া বিছে
শরীর বেয়ে ওঠে
বন উপোসী জল টিপটিপ
পুরুষ ঘরে ছোটে।

ছোট্টো বাসায় কী অন্বেষায়
মাতাল হাওয়ার শর্ত
আঁধার গায়েই সৃষ্টি হল
উতল ঘূর্ণাবর্ত
ঘূর্ণি শেষে জ্যোৎস্না ধোয়া
বুনো ফুলের গন্ধ
ছাই-আগুনের শরীর শোঁকে
পোড়া ভাতের গন্ধ।

কমপ্রোমাইজ

শম্পা মোদক

হ্যালো, কে পিঙ্কি, কিরে হানিমুন কেমন কাটল
ব্যাপক, তোর কি খবর বল, তুই এখন কোথায়?
অফিসে? এত রাত্রে অফিসে, ওভারটাইম করছিস নাকি?
হ্যাঁ বসের সঙ্গে, বস বলেছে তোমার টেনশন করার দরকার নেই,
তুমি আমাকে একটু টাইম দাও তোমার প্রমোশন দিয়ে দেব।
তোর বস কি ভাল রে,
আরে এই কথা আমার স্বামীও বলল,
ও বলল তোমার বস কি ভাল শুধু টাইম চেয়েছে
আর অন্য কিছু চায়নি, আমিও তো কারোর বস
এগুলো বুঝতে হয়, এক সঙ্গে কাজ করলে এটুকু
কমপ্রোমাইস তো করতেই হবে। অফিসে বসের সাথে
কমপ্রোমাইস করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে
আবার স্বামীর সঙ্গে কমপ্রোমাইস করতে হয়।
না হলে স্বামী আবার তার পি এ-র সঙ্গে কমপ্রোমাইস করবে
চাকরি বাঁচাতে বসের সঙ্গে কমপ্রোমাইস
সংসার বাঁচাতে স্বামীর সঙ্গে কমপ্রোমাইস।
নতুন জীবনে পা দিলি, এখন কমপ্রোমাইসের মধ্যে যাস না,
অনেক রাত হল, গুড নাইট।